মাকতাবাহ আল-হিম্মাহ

জেনে রাখো,

আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই

আল-ওয়ালা ওয়াল-বারাআহ

সকল প্রশংসা মুমিনীনদের ওয়ালী (অভিভাবক) আল্লহর জন্য। এবং সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক রসূলুল্লহর প্রতি, যাঁকে সদিক্বীন ও কাফিরীনদের থেকে বারা পূর্বক তাঁর পথে চলা ব্যক্তিদের ওপর নিযুক্ত করা হয়েছে। আম্মাবাদ,

প্রকৃতপক্ষে আল-ওয়ালা ওয়াল বারা (মিত্রতা ও বিচ্ছিন্নতা) ইসলামের নীতিসমূহের এক মহৎ নীতি এবং এর স্তম্ভসমূহের একটি। একজন ব্যক্তির ইসলাম ততক্ষণ বিশুদ্ধ হবে না, যাবত সে আল্লহর সন্তুষ্টির জন্যই মিত্রতা ও আল্লহর সন্তুষ্টির জন্যই শত্রুতা এবং আহলুল হাক্কের সাথে মিত্রতা ও আহলুল বাত্বিলের প্রতি শত্রুতা না করে।

ওয়ালা এবং বারা হলো ঈমানের শুদ্ধতার শর্ত, যেমনটি তিনি سبحانه وتعالى বলেছেন,

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ * وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

“তাদের অনেককে দেখবেন কাফিরদের সাথে তাওয়াল্লি (মিত্রতা) করে। তারা নিজেদের জন্য যা পেশ করেছে তা কতই না নিকৃষ্ট যার জন্য তাদের প্রতি আল্লহর ক্রোধ নিপতিত হয়েছে এবং তারা চিরস্থায়ী ‘আযাবেই স্থায়ী হবে। আর তারা যদি আল্লহ, নাবী এবং তাঁর প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান রাখত, তবে তাদের আউলিয়া (বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করত না। তবে তাদের অনেকেই ফাসিক্বুন” (আল-মায়িদা, ৮০-৮১)।

আল-ওয়ালা (الولاء):

উইলায়াহ (الولايـة) হলো মাহবূবীন তথা প্রিয়জনদের জন্য প্রকাশ্য ও গোপনে সমর্থন, ভালোবাসা, ইজযাহ এবং সম্মান। আল্লহ تعالى বলেন,

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙيُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ

"যারা ঈমান এনেছে আল্লহ তাদের ওয়ালী (অভিভাবক), তিনি তাদের যুলুমাত থেকে নূরের দিকে নিয়ে যান। আর যারা কুফুরি করে, তাদের আউলিয়া হলো ত্বগূত, তারা তাদের নূর থেকে যুলুমাতের দিকে নিয়ে যায়" (আল-বাক্বর'হ, ২৫৭)।

ওয়ালা কেবল আল্লহ تعالى, তাঁর রসূল ﷺ ও মুমিনীনদের জন্য। তিনি سبحانه বলেছেন,

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ * وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ

"নিশ্চয় তোমাদের ওয়ালী আল্লহ, তাঁর রসূল এবং যারা ঈমান এনেছে – যারা সলাত কায়েম করে, যাকাহ দেয় এবং রুকু' করে। আর যে আল্লহ, তাঁর রসূল ও ঈমান আনা লোকদের সাথে ওয়ালা করবে, তবে আল্লহর দলই বিজয়ী" (আল-মায়িদাহ, ৫৫-৫৭)।

অতএব, মূমিনীনদের প্রতি ওয়ালা হলো তাদের ঈমানের দরুন তাদের ভালোবাসা, সহযোগিতা করা, নাসীহাহ করা, তাদের জন্য দু'আ করা, তাদের সাথে থাকা ও তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া, তাদের বিপদাপদ দূর করা, ইসলাম প্রদত্ত অধিকারসমূহ প্রদান করা এবং আল-ওয়ালার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয়াদি। আল্লহ تعالى বলেছেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕوَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

"মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ এবং তাঁর সাথীরা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে রহমদিল" (আল-ফাতহ, ২৯)।

আর মুমিনীনদের সাথে ওয়ালার জন্য তাদের ঘনিষ্ঠতা এবং ক্বওল, আমাল এবং নিয়্যাহর মাধ্যমে তাদের প্রতি মুহাব্বাহ প্রদর্শন প্রয়োজন; এবং প্রয়োজন ইতিক্বদ, ক্বওল ও আমালের মাধ্যমে ইসলাম প্রদর্শনকারী প্রত্যেককে তার ইজযাহ ও সম্পদ রক্ষায় সাহায্য করা। তাই ওয়ালার ভিত্তি হলো মুহাব্বাহ এবং শত্রুতার ভিত্তি হলো বাগ্বদ্ব' (ঘৃণা)। আর এ দুটি থেকে ক্বলব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমালের উদয় হয় যা ওয়ালা তথা আনুগত্য এবং শত্রুতার বাস্তবতায় প্রবেশ করে যেমন সমর্থন, বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং জিহাদ ও হিজরা'হ ইত্যাদি ওয়ালার বাস্তবতা প্রতিষ্ঠাকারী আমাল।

আর আল্লহর প্রতি ওয়ালার জন্য ইখলাস (আন্তরিকতা) আবশ্যক। তিনি سبحانه وتعالى বলেন,

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

"বলুন, 'আমি কি আসমানসমূহ ও যমিনের স্রষ্টা আল্লহকে ব্যতীত অন্য কাউকে ওয়ালী হিসেবে গ্রহণ করব? আর তিনিই খাবার দান করেন, কেউ তাকে আহার্য দেয় না।' বলুন, 'নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম ব্যক্তি হওয়ার জন্য এবং মুশরিকীনদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার প্রতি আদিষ্ট'" (আল-আন'আম, ১৪)।

তাই কারও উচিত নয় খ্যাতি বা সম্পদের দরুন ওয়ালা করা, ওয়ালা কেবল আল্লহ تعالى এর জন্য।

- তাই আমাদের ওয়ালা তার প্রতি যে আল্লহকে তাঁর রব, ইসলামকে তার দীন ও মুহাম্মাদ ﷺ -কে তাঁর নাবী হিসেবে ঈমান আনে।

– আমাদের আনুগত্য সে মূমীনের প্রতি যে লা-শারিকভাবে আল্লহর ইবাদাহ করে এবং আপন কথা ও কাজে নাবীর অনুসরণ করে।

- আমাদের ওয়ালা আল-ক্বুরআনকে পথ ও পদ্ধতি (মানহাজ) হিসেবে গ্রহণকারীর প্রতি।

- আমাদের ওয়ালা তার প্রতি যে শারী'আহ দ্বারা শাসনের জন্য কাজ করে, এটি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায় এবং জনগণের মাঝে একে শক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে এর ওপর নিরলস আমাল করে।

- আমাদের ওয়ালা ইসলামের পতাকা উত্তোলনকারী, প্রতিটি বিলাদে এর প্রসারের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো এবং এর উদ্বেগ বহনকারীর প্রতি; গ্বফূরন শাকূরা' আল্লহর ইবাদাহর ক্ষেত্রে লোকজনকে তাওহীদ শেখানো ও শির্ক থেকে সতর্ক করার মাধ্যমে, যাতে তারা কবরপূজা ও (ত্বগূতের) প্রাসাদসমূহের শির্ক ধ্বংস করে।

- আমাদের ওয়ালা সে ব্যক্তির প্রতি যে এক আদ-দাইয়ানকে নুসরহ (সাহায্য) করার জন্য নিজ ভূমি, বন্ধু, পরিবার ও দেশ পরিত্যাফ করেছেন; তাই সে ইরাক্ব, শীশা'ন, সোমালিয়া, মা'লী, আল-মাগ্বরিব, তুর্কিস্তান, আরব উপদ্বীপ, আফগ্বনিস্তান, ফালাস্ত্বিন ও শামসহ প্রত্যেক অঞ্চলের মুজাহিদীনদের নুসরহ প্রদান করেছে।

- আমাদের ওয়ালা আপন বর্শা ও বক্তব্য দ্বারা ইসলামের ভূমি রক্ষার্থে হিজরতকারীর প্রতি; ফলে সে উম্মাতাল ইসলামকে রক্ষা করেছে, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও নুয়ে পড়া বৃদ্ধদের উদ্ধার করেছে এবং অবরুদ্ধ আল-আক্বসা মুক্ত করার জন্য নিজের সবচেয়ে প্রিয় ও দামী বিষয়টি কুরবান করে দিয়েছে।

- আমাদের ওয়ালা নির্যাতিতদের বাঁচাতে এবং তাদের হাক্ব তাদের ফিরিয়ে দিতে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদকারী মুমিনের প্রতি; ফলে তিনি তাদের রক্ষার্থে মৃত্যুযন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যান, আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হন এবং বোমা হামলার নীচে ঘুরে বেড়ান, যাতে আমাদের ভাই-বোনদের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে না হয় এবং মুসলিমদের অপমানিত হতে না হয়।

- আমাদের ওয়ালা প্রত্যেক মূমীন ও মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহর প্রতি যিনি মুসলিম উম্মাহর হত্যা, বোমাবর্ষণ, ধ্বংসলীলা ও নারী ও শিশুদের ওপর সংগঠিত বর্বরতা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার অবস্থানে সন্তুষ্ট নন, আর না তিনি খাদ্য ও পানীয়ের মাঝে আনন্দ খুঁজে পান; তাই তিনি আল-‘আযীয আল-ওয়াহহাবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের উদ্ধারে বেরিয়ে পড়েন,

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

“তোমরা হালকা হও অথবা ভারী হও অভিযানে বের হও এবং আল্লহর রাস্তায় নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ কর” (আত-তাওবাহ, ৪১)।

এবং ভীত হয়ে যে তিনি উল্লেখিত শাস্তিতে না পতিত হয়ে যান,

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

“যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তিনি তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক ‘আযাব দিবেন” (আত-তাওবাহ, ৩৯)।

- আমাদের ওয়ালা গণতন্ত্র প্রত্যাখানকারী মূমীনের প্রতি যা মানুষকে ইলাহের পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং তা হুকুম কেবল আল্লহর– (এ নীতির) বিরোধিতাকারী। অতএব, যারা আল-ক্বুরআন ও সুন্নাহর লঙ্ঘনকারী গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, আমরা তার সাথে ওয়ালা করি, তাকে নুসরা’হ ও মুহাব্বাহ করি, তার হাতে নিজেদের হাত রাখি, তার জন্য আমাদের হৃদয় ও বাসস্থান উন্মুক্ত করে দিই এবং তার প্রতি নিজেদের হাত বাড়িয়ে দিই।

আল-বারা’আ (البراء):

ওয়ালার উৎস হলো ভালোবাসা এবং ‘আদাওয়াতের (শত্রুতা) উৎস হলো ঘৃণা, এর থেকেই ক্বলব (হৃদয়) ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ‘আমালের উৎপত্তি ঘটে যা ব্যক্তিকে সত্যিকার শত্রুতা-মিত্রতার স্তরে প্রবেশ করায়, যেমন সাহায্য-সহযোগিতা, জিহাদ, হিজরা’হ ইত্যাদির মতো ‘আমালসমূহ। নিশ্চয়ই, ওয়ালা ও বারা’আহ কালিমা ‘لا إله إلا الله’ এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভালোবাসা ও সাহায্যের মধ্যে ওয়ালা নিহিত আর বারা’আহ নিহিত ঘৃণা ও শত্রুতার মাঝে।

সুতরাং যে মূমিনীনদের ভালোবাসে কিন্তু তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করে না, তাদের প্রতি তার সত্যিকারের ওয়ালা নেই। অনুরূপ, যারা কাফিরীন, মুনা'ফিক্বীন ও মুর্তাদ্দীনদের ঘৃণা করে কিন্তু তাদের প্রতি শত্রুতা করে না, আদতে তারা তাদের থেকে বারা’আহ (বিচ্ছিন্নতা) করেনি। যেমনটি তিনি تعالى বলেছেন,

তিনি تعالى বলেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ

“তোমাদের জন্য ইবরা’হীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ যখন তারা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে ও আল্লহ ব্যতীত তোমরা যা কিছুর ‘ইবাদাহ কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আমরা তোমাদের অস্বীকার করি এবং তোমাদের ও আমাদের মাঝে চিরকালের জন্য বৈরিতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো যাবত তোমরা এক আল্লহর প্রতি ঈমান না আনয়ন কর (আল-মুমতাহিনাহ, ৪)।

তিনি تعالى আরও বলেন,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ

وَإِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ۔

“মূমিনূনরা যাতে মূমিনীন ব্যতীত কাফিরীনদের আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ না করে। এবং যে এমন করবে তার সাথে আল্লহর কোন সম্পর্ক থাকবে না, তবে ব্যতিক্রম যদি তোমরা তাদের থেকে আত্মরক্ষায় সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদের সাবধান করছেন, এবং আল্লহরই দিকে প্রত্যাবর্তন” (আলি ইমরা’ন, ২৮)।

তিনি تعالى আরও বলেছেন,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ

“আল্লহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা কোন সম্প্রদায়কে আপনি পাবেন না যারা আল্লহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীদের ভালোবাসে, এ বিরুদ্ধাচারণকারীরা যদিও হয় তাদের পিতা, পুত্র...” (আল-মুজা'দালাহ, ২২)।

এ আয়াহর তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে যে এটি আবী ‘উবাইদাহ ইবনুল জাররা’হর প্রতি ইঙ্গিত করে যখন তিনি বদরের দিন তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন।

তিনি تعالى বলেছেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ج

“হে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশার বস্তু মনে করে তাদেরকে এবং অন্যান্য কুফফারদের আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করো না” (আল-মায়িদাহ, ৫৭)।

এবং তিনি تعالى বলেন,

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ

“তুমি তাদের অনেককে দেখবে তাদের সাথে তাওয়াল্লি করতে যারা কুফর করেছে। তাদের অন্তর যা তাদের জন্য পেশ করেছে (তাদের করা কাজসমূহ) কত নিকৃষ্ট, যার দরুন আল্লহ তাদের প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন আর তারা ‘আযাবেই স্থায়ী হবে” (আল-মায়িদাহ, ৮০)।

এবং তিনি تعالى কাফিরীনদের সাথে মিত্রতার বিষয়ে ‘আমভাবে বলেন,

...يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ

“হে তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদের আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ...” (আল-মুমতাহিনাহ, ১)।

তদপেক্ষা বড় কথা হলো, আল্লহ تعالى কাফিরীনদের প্রতি মুওয়ালাত (মিত্রতা) হারাম করেছেন, এমনকি যদি তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্ক থাকে তথাপি। তিনি تعالى বলেছেন,

يٰاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“হে তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের পিতা ও ভাইদের আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের ওপর কুফরিকে পছন্দ করে। আর যে তাদের সাথে মিত্রতা করবে, তবে তারা যলিমূন” (আত-তাওবাহ, ২৩)।

এবং তিনি تعالى বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ

"এবং যারা কুফুরি করেছে তারা একে অপরের আওলিয়া। আর তোমরা তা না করলে যমিনে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে" (আল-আনফাল, ৭৩)।

অতএব, আল্লহ تعالى মুমিনীনদের মধ্যে ওয়ালার বন্ধন বেঁধে দিয়েছেন এবং কাফিরীনদের সাথে তাদের ওয়ালা ছিন্ন করে দিয়েছেন। এবং তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, কাফিররা একে অপরের আউলিয়া। যদি এমনটি না হয় তবে ফিতনা ও ভয়াবহ ফাসাদ সৃষ্টি হবে। আল্লহর জন্য ভালোবাসা, আল্লহর জন্য ঘৃণা এবং আল্লহর জন্য শত্রুতা ও আল্লহর জন্যই ওয়ালা (বন্ধুত্ব) ব্যতীত কি দীন পূর্ণতা পেতে পারে অথবা তা ব্যতীত কি জিহাদের ইলম ও আমার বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ) ইলম বাস্তবায়ন সম্ভব? যদি লোকেরা একপথে একমত হয় এবং শত্রুতা ও ঘৃণা ব্যতীত কেবল মুহাব্বাহ (ভালোবাসা) থাকে, তবে হাক্ব ও বাত্বিলের, মুমিনীন ও কাফিরীনদের এবং আর-রহমানের আউলিয়া ও শাইত্বনের আউলিয়ার মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না।

পরিশেষে, আমাদের উচিত বিশুদ্ধ আক্বীদাহর দিকে ফিরে যাওয়া যার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে তাওহীদের কালিমার বিশুদ্ধতা ও উপলব্ধির মাধ্যমে এবং 'ইবাদাহকে সহীহ করা ও জীবনবিধান হিসেবে উপলব্ধি করার মাধ্যমে, আর কিতাবুল্লহ ও সুন্নাহর ভিত্তিতে এবং মনস্তাত্ত্বিক আগ্রাসনের অবশিষ্টাংশ দূর করে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার মাধ্যমে, সেই সাথে মানুষের অন্তরে ওয়ালা-বারা'আহর ধারণাকে বদ্ধমূল করার মাধ্যমে, হিযবুল্লহ (আল্লহর দল) ও হিযবুশ শাইত্বনের (শাইত্বনের বাহিনী) মধ্যকার শত্রুতার বিষয়টির প্রতি জোর প্রদানের মাধ্যমে এবং এ আশা জাগ্রত করার মাধ্যমে যে — শীঘ্রই আল্লহর পক্ষ থেকে বিজয় আসন্ন। আর আল্লহ تعالى -ই সর্বাধিক অবগত এবং সর্বাধিক জ্ঞানী।

আল্লহর সলাত এবং সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবি মুহাম্মাদ, তার আহাল ও আসহাবাহি আজমা‘ঈনের ওপর।